যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির হলে হলে সশস্ত্র বহিরাগতরা ঢুকছে : ছাত্রদলে গ্রুপিং চাঙ্গা হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলকৃত আবাসিক হলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে এসব হলে অস্ত্র ও বহিরাগতদের আমদানি শুরু হয়েছে। যেসব কক্ষে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা থাকত সেসব কক্ষ ভাংচুর ও লুটপাট করে নিজেদের দখলে নিচ্ছে তারা। বিগত পাঁচ বছর আন্দোলনকারী নেতাকর্মীদের সঙ্গে অনেক নিষ্ক্রীয় কর্মী এবং দলত্যাগ করা ছাত্রলীগ কর্মীরা যোগ দিচ্ছে। হলে একক অবস্থান সুসংহত করতে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পিন্টু, লাল্টু ও মনির গ্রুপের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চাঙ্গা হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারটি শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়েছে এবং তারা আজ-কালের মধ্যেই সমঝোতা বৈঠকে বসবেন বলে সংগঠন সূত্র জানিয়েছে। অবশ্য অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়টি শীর্ষ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছেন। গতকালও সব গ্রুপের নেতাকর্মীরা একত্রে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগের আগ পর্যন্ত চলমা ধর্মঘট অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, 'পদত্যাগ না করলে পালানোরও পথ পাবেন না তিনি। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রজনতার আদালতে তার কর্মের ফিরিস্তি প্রকাশ করে বিচার করা হবে।' বক্তারা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ করে বলেন, 'ছাত্রলীগ করা অপরাধ নয়। তবে

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ১

ঢাবি : হলে হলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যারা ছাত্রলীগের ব্যানারে ছাত্রদল কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, সন্ত্রাস করেছে, ধর্ষণ করেছে তাদের ক্যাম্পাসে আসতে দেয়া হবে না।' সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আলী আশরাফ, সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু, আবদুল বারী জানী, সেলিমুজ্জামান সেলিম, ফরহাদ হোসেন আজাদ, সামসুজ্জামান মেহেদী প্রমুখ। ছাত্রদলের তিনটি গ্রুপের কর্মীরাও অধিকাংশ হলে যৌথভাবে অবস্থান করছেন। অবশ্য পিন্টু গ্রুপের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি মামুন ইতিমধ্যে শক্তিশালী অবস্থান গড়েছেন। একই গ্রুপের কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাদ, মনির হোসেন ও লাল্টু গ্রুপের কর্মীরা একত্রিত হয়ে মামুনের বিরোধিতা করছেন। এ নিয়ে যে কোন সময় সংঘর্ষ বাধতে পারে। ছাত্রদলের কর্মীরা বুধবার রাতে এফ রহমান হলের ১টি ও এসএম হলের ১৫টি কক্ষ ভাংচুর এবং লুটপাট করেছে। এফ রহমান হলের ২১৫ নম্বর কক্ষ ভাংচুর ছাড়াও হলের ছাত্রদল কর্মীরা শামীম নামের ইতিহাস বিভাগের এক ছাত্রকে মারধর করেছে। এসএম হলে সম্পদ ও মিঠুর নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা ৭২, ১১৫, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৫১ ও ১৫২ নম্বর কক্ষসহ ১৫টি কক্ষ ভাংচুর করে। এছাড়া প্রতিটি হলের যেসব কক্ষে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা থাকত ছাত্রদল কর্মীরা সেসব কক্ষের তালা ভেঙে দখল করে নিয়েছে এবং অনেক কক্ষে নতুন তালা ঝুলিয়েছে। এছাড়া তারা হলগেটে পাহারা বসিয়েছে। এ নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ছাত্রদল মঙ্গলবার ভোরে প্রথম দখল করে বঙ্গবন্ধু হল। হলটি বর্তমানে বেনজির আহ[illegible] টিটু, মোর্শেদ মাসুদের নিয়ন্ত্রণে– যারা পিন্টু গ্রুপের কর্মী। হল শাখার সাবেক সভাপতি কুদ্দুসও হলে অবস্থান করছেন। তিনি মনির হোসেনের সঙ্গে রয়েছেন। হল শাখার সভাপতি বাবু হলে না উঠলেও পিন্টু গ্রুপের কর্মীরা সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমানকে হলে উঠতে দেয়নি। পিন্টু গ্রুপের কর্মীরা সূর্যসেন হলেও লাল্টু গ্রুপের কর্মী ও হল শাখার সাধারণ সম্পাদক পলাশকে হলে উঠতে দেয়নি। সভাপতি শরীফকেও হলে থাকতে দেয়নি তারা। হলটি সাঈদ, ফরহাদকে সঙ্গে নিয়ে মামুন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এমন অবস্থা রয়েছে মুহসীন হলেও। হল শাখার সভাপতি শিশির পিন্টু গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক নাহিন মামুন গ্রুপের কর্মী বলে জানা গেছে। হলে সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু ও আসাদ অবস্থান করছেন। শিশিরের ছত্রছায়ায় কিছু বহিরাগত অস্ত্র নিয়ে হলে এসেছে বলে হল সূত্র জানিয়েছে। এমন সংকটপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে জিয়া হলও। হলটির স্থগিতকৃত কমিটির সভাপতি শিমুল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাভেদ মূলত মনির গ্রুপের কর্মী। তারাই মঙ্গলবার হলটি দখল করে। কিন্তু গতকালই দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রীয়, জাকির হোসেন হলে ফিরে এসেছেন, তিনি সঙ্গে কিছু বহিরাগতও এনেছেন। পিন্টু গ্রুপের মামুন তাদের শেল্টার দিচ্ছে বলে জানা গেছে। একই গ্রুপের আসাদ ও শিমুল এ হলে জাকিরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

জসীমউদ্দীন হলের সভাপতি আতিক মনির গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক শিপন লাল্টু গ্রুপের কর্মী। এছাড়া মনির হোসেন নিজেই রয়েছেন এ হলে। কিন্তু পিন্টু গ্রুপের মামুন টিটু ও আরিফের মাধ্যমে বিরোধী অবস্থান গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছে। এফ রহমান হলটি নিয়ন্ত্রণ করছে হল শাখার সভাপতি উজ্জ্বল, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আজম। এরা তিনজন তিন গ্রুপের কর্মী হলেও পারস্পরিক সমঝোতা রয়েছে। একমাত্র জহুরুল হক হলটি এখনও ছাত্রদল দখল করতে পারেনি। এ জন্য মামুনকেই দায়ী করেছে সংগঠন সূত্র। তারা জানিয়েছে, হল শাখার সভাপতি রাহাত